বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)

সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২০১৮ সালের ১২তম প্রশাসনিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. এম আসলাম আলম
রেক্টর (সিনিয়র সচিব)

সভার তারিখ : ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮

সভার সময় : বেলা ০২:৩০ টা

স্থান : রেক্টরস্ কনফারেন্স রুম (আইটিসি)

উপস্থিতির তালিকা : পরিশিষ্ট-ক

সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানানো হয়। অত:পর আলোচ্য বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপনের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)কে বলা হয়। পরিচালক (প্রশাসন) বিষয়সমূহ উপস্থাপন করলে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রঃনঃ	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন	গত ২৮.১১.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১ম প্রশাসনিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী/ মতামত থাকলে তা উত্থাপনের অনুরোধ জানানো হয়।	গত ২৮.১১.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম প্রশাসনিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩ এর সিদ্ধান্ত অংশে প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য নিম্নরূপভাবে অর্গানোগ্রাম সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়: পরিচালক - ১টি উপপরিচালক - ২টি সহকারী পরিচালক - ৪টি উল্লিখিত বিষয়টি পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
২	প্রবিধানমালা সংশোধন	প্রবিধানমালা সংশোধনের কার্যক্রম অব্যাহত। কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালার বিধি অংশ ব্যাপক পরিমার্জন প্রয়োজন। পিএটিপি-২০০৩ এর আলোকে প্রবিধানমালার তফসিলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বর্ণিত শর্তাবলি পরিমার্জন করা হচ্ছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	অর্গানোগ্রামের খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার পর রেক্টর এর পরামর্শক্রমে যেসকল পদের দুইটি স্কেল রয়েছে সেগুলো একটি স্কেলে রূপান্তর এবং পদসমূহের ফিডার পদ ঠিক করে দ্রুততার সাথে প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে। বাস্তবায়নে: এমডিএস (আরএন্ডসি)/ পরিচালক (প্রশাসন)

৩	অর্গানোগ্রাম হালনাগাদকরণ	এমডিএস (আরএন্ডসি) জানান- অনুমোদিত জনবল ঠিক রেখে অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। রেক্টর এর অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই অর্গানোগ্রামের সার-সংক্ষেপ পেশ করা হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	কেন্দ্রের অর্গানোগ্রামে বিদ্যমান কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস এবং প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য ১টি পরিচালক, ২টি উপপরিচালক এবং ৪টি সহকারী পরিচালক পদ ধরে অর্গানোগ্রামের খসড়া চূড়ান্ত করে আগামী সভার পূর্বেই রেক্টর এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে। বাস্তবায়নে: এমডিএস (আরএন্ডসি)/ পরিচালক (প্রশাসন)
৪	নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তি	পরিচালক (প্রশাসন) জানান- গত ১৭/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় ত্রিপক্ষীয় অডিট সভায় ১৯৮৫-১৯৯৩ সময়ের অবশিষ্ট ২০টি আপত্তির মধ্যে ১৭টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে।	সুপারিশকৃত/অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না পাওয়া পর্যন্ত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: উপপরিচালক (অর্থ)
৫	বকেয়া কোর্স ফি আদায়	ক) পুরাতন বকেয়া কোর্স ফি ৪,৫৯,০০০/ টাকা এবং নতুন বকেয়া কোর্স ফি ২০,৫২,০০০/- টাকা। নতুন ও পুরাতন বকেয়া কোর্স ফি আদায়ের জন্য অর্থ শাখা থেকে তালিকা পাওয়া গেছে এবং তালিকা মোতাবেক পিপিআর অনুবিভাগ হতে পত্র প্রেরণ অব্যাহত আছে। খ) বেশি বকেয়া পাওনা আছে এমন ৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর সাথে বকেয়া কোর্স ফি আদায়ের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে মর্মে আলোচনা হয়।	খ) নতুন এবং পুরাতন বকেয়া কোর্স ফি আদায়ের জন্য ই-নথিসহ বহুমুখী চ্যানেলে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। গ) বেশি বকেয়া পাওনা আছে তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে কোর্স ফি আদায় তরান্বিত করতে হবে। বাস্তবায়নে: উপপরিচালক (পিপিআর/অর্থ)
৬	ই-নথি কার্যক্রম	ক) ই-নথি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু পত্রজারির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। ১-২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৪৫টি পত্রজারি হয়েছে। খ) Bandwidth Manager এর মাধ্যমে ইন্টানেট Bandwidth পলিসি অনুসারে সরবরাহ করা হচ্ছে। ইন্টারনেট সরবরাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানে রেক্টর মহোদয়ের সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য স্কয়ারকে বিপিএটিসিতে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।	ক) ই-নথি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। পত্র জারির সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। বাস্তবায়নে: সকল শাখা প্রধান খ) কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের কোথায় কতটুকু ইন্টারনেট সরবরাহ/ব্যবহার হচ্ছে তা Bandwidth Manager নির্ধারণ/বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বাস্তবায়নে: সিস্টেমস্ এনালিষ্ট (অ: দা:)

		খ) চট্টগ্রাম এবং খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাইক্রোবাস-এর দর পুনঃনির্ধারণপূর্বক উক্ত কেন্দ্রসমূহ হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এবিষয়ে আগামী ২৬/১২/২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে আলোচনা হয়।	খ) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চট্টগ্রাম এবং খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাইক্রোবাস নিলামে বিক্রয়ের জন্য পুনরায় টেন্ডার আহবানসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পরিচালক (প্রশাসন/এসটিএন্ড আরসি)
১০	বাৎসরিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন	ক) প্রতিমাসে APA পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ ২০.১২.২০১৮ তারিখের APA সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে পিঁছিয়ে থাকা অনুবিভাগসমূহের পরিচালক ও সংশ্লিষ্টদেরকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাগিদ দেয়া হয়েছে। খ) আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সাথে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত APA বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	ক) প্রত্যেক অনুবিভাগ প্রধান মাসিক সভা করে যথাসময়ে APA বাস্তবায়ন করবেন। বাস্তবায়নে: পরিচালক (পিপিআর)/সকল বিভাগ/অনুবিভাগ/অধিশাখা খ) আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সাথে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত APA বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। বাস্তবায়নে: পরিচালক (এসটিএন্ডআরটিস) এবং উপপরিচালক আঞ্চলিক কেন্দ্র (সকল)
১১	নতুন আরপিএটিসি স্থাপন	ক) পরিচালক (এসটিএ্যান্ডআরসি) ও এস্টিমেটর আগামী ৬-৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বরিশালে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রাক্কলন তৈরি করবেন। খ) রংপুর আরপিএটিসি'র দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত সম্পাদনের জন্য রেজিস্ট্রি খরচ বাবদ ৯৮,৪৮,৩৩৯/- টাকার হিসাব পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসন বরিশাল থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরৎ পেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। গ) সিলেট আরপিএটিসি'র ভূমি অধিগ্রহণের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের জন্য গত ২৬/১১/২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) ময়মনসিংহ আরপিএটিসি'র ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	ক) বরিশাল আরপিএটিসি পরিদর্শনপূর্বক অধিগ্রহণকৃত ভূমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রাক্কলন তৈরি করতে হবে। এছাড়া, অধিগ্রহণকৃত ভূমির গেজেট সংগ্রহ করতে হবে। খ) জেলা প্রশাসন বরিশাল হতে উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরৎ এনে রংপুর আরপিএটিসি'র দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের দলিল সম্পাদন করতে হবে। গ) সিলেট আরপিএটিসি'র ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সিলেট জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ঘ) ময়মনসিংহ আরপিএটিসি'র জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।